

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নম্বরঃ ১০১৩

১/ বিবিধ

আরবী

إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء
منكر

رواه الطبري في " تفسيره " (ج 4 رقم 3960) ، والدارقطني في " سننه " (279) عن
عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة
قالت

" سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: متى يحل المحرم؟ فقالت: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم.... " فذكره، ثم قال: قال (يعني الحجاج)

وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
قلت: وهذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام "، فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو
ابن أرمطة وهو مدلس وقد عنعنه، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال
عبد الرحيم عنه هكذا، وخالفه يزيد - وهو ابن هارون - فقال: أخبرنا الحجاج عن
أبي بكر بن محمد به دون قوله: " وذبحتم

أخرجه الطحاوي (1/419) وأحمد (6/143) والبيهقي (5/136) وأبو بكر الشافعي في "
الفوائد " (6/64/2)

وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال: حدثنا الحجاج عن الزهري به، دون قوله
" وذبحتم وحلقتم

أخرجه أبو داود (1/310 - التازية) والطحاوي، وقال أبو داود

هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري
 قلت: وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه
 ليس عليهم، بل على الحجاج نفسه، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه: وهذا من
 تخطيطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن
 النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة
 قلت: وكأنه يشير إلى حديثها
 طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن
 يفيض
 أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر
 طريقا خرجتها في كتابي "الحج الكبير"، لكن ليس منها طريق عمرة هذه، والله أعلم
 وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ
 ".... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت
 وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في "الأحاديث الصحيحة" (رقم
 - 239)، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه،
 فهو بهذه الزيادة منكر، والله أعلم

বাংলা

১০১৩। তোমরা যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, যবেহ করে ফেলবে ও মাথা নাড়া করে ফেলবে তখন নারী ছাড়া
 তোমাদের জন্য সব কিছু হালাল হয়ে যাবে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ত্ববারী তার “তাফসীর” (৪/ নং ৩৯৬০) গ্রন্থে এবং দারাকুতনী তার “সুনান” (২৭৯) গ্রন্থে আব্দুর রহীম
 ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি হাজ্জাজ হতে, তিনি আবু বাকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আমর হতে, তিনি আমরাহ হতে
 বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমি আয়েশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম মুহররম ব্যক্তি কখন হালাল হবে?
 তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে

বলেছেন। এর সমস্যা হচ্ছে হাজ্জাজ ইবনু আরতাত, কারণ তিনি মুদাল্লিস, আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষার ব্যাপারেও মতভেদ করা হয়েছে। আব্দুর রহীম হাজ্জাজ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। অথচ ইয়াযীদ ইবনু হারুণ হাজ্জাজ হতে ‘যবেহ করে ফেলবে’ শব্দ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।

এটি তহাবী (১/৪১৯), ইমাম আহমাদ (৬/১৪৩), বাইহাকী (৫/১৩৬) ও আবু বকর আশ-শাফে’ঈ “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৬/৬৪/২) বর্ণনা করেছেন। আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু যিয়াদ তাদের দু’জনের বিরোধিতা করে হাজ্জাজ হতে, তিনি যুহরী হতে যবেহ করে ফেলবে এবং মাথা নাড়া করে ফেলবে’ শব্দ দুটি ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। এটিকে আবু দাউদ (১/৩১০) ও তহাবী উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আবু দাউদ বলেছেনঃ হাদীসটি দুর্বল। হাজ্জাজ যুহরীকে দেখেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাজ্জাজ হতে বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। সমস্যা হচ্ছে হাজ্জাজ নিজেই। যেমনটি বাইহাকী ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি হাজ্জাজ ইবনু আরতাত হতেই গোলমালে হয়ে গেছে।

আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে যার ভাষা হচ্ছে ‘কুরবানীর দিন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার পূর্বেই জামারাতুল আকাবাহতে যখন কক্ষর নিক্ষেপ করেন তখন।’ এ অংশটুকুর জন্য ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে শাহেদ রয়েছে। অতএব যাবেহ ও মাথা নাড়া করার উল্লেখ ছাড়া হাদীসটি সাব্যস্ত হয়েছে। এ বর্ণিত শব্দ দুটি মুনকার।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71892>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন